খাঁকি ক্যাম্পবেল - এক নজরে

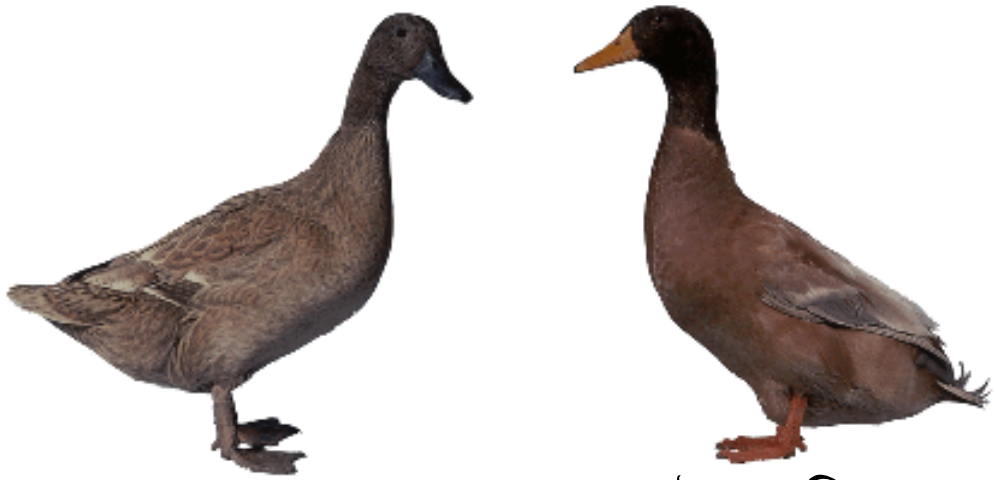

- **ওজন**

  হাঁসা -২.২ -২.৪ কোজি /(সওয়া দুই থেকে আড়াই কেজি)

  হাঁসি -২.০ -২.২ কেজি /(দুই থেকে সওয়া দুই কেজি)
- **গড় আয়ু** - ১২ বছর, তবে অর্থনৈতিকভাবে ডিম পাড়ে ২ - ৩ বছর
- ডিম পাড়তে শুরু করে সাড়ে চার মাস বয়স থেকে
- বছরে ৩০০টি ডিম দেয়, টানা ২-৩ বছর পর্যন্ত এই হারে ডিম পাড়ে। পরে ডিম পাড়া কমে গেলেও তা দেশী হাঁসের থেকে বেশী থাকে।
- খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস কষ্টসহিষ্ণু।
- সকাল সকাল ডিম পেড়ে ফেলে।

খাঁকি ক্যাম্পবেল বনাম দেশী হাঁস

বৈশিষ্ট্য	খাঁকি ক্যাম্পবেল	দেশী হাঁস
জলাশয়	জলাশয় ছাড়াও এই হাঁস পালন করা যায়	এদের পালনের জন্য জলাশয় দরকার হয়
ডিম	প্রায় প্রতিদিন ডিম দেয়, বছরে ৩০০টি পর্যন্ত। ডিমের ওজন এবং দামও দেশী হাঁসের চেয়ে বেশী।	কিছুদিন অন্তর ডিম দেয়, বছরে ১০০টির বেশী ডিম দেয় না। ডিমের ওজন ও দাম খাঁকি ক্যাম্পবেলের থেকে কম।
ডিম উপাদনের	এদের ক্ষেত্রে পুরুষ হাঁসের উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন হয় না।	পুরুষ হাঁসের উপস্থিতি প্রয়োজন।

খোলা জায়গায় হাঁস পালন

- বাড়ির পাশে ছোট পুকুর বা ডোবসহ বাগান হলে ভাল হয় ।
- বাগানে বা খোলা জায়গায় হলে চারপাশে বেড়া দেওয়া দরকার।
- তারের জাল ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেড়া দেওয়া যাবে। এক বান্ডিল তারের জাল দিয়ে যতটা জায়গা ঘেরা যাবে তাতে ৩০-৪০ টি হাঁস রাখা যেতে পারে।
- রাতে থাকার জন্য হাঁসের ঘর তৈরি করা দরকার।
- হাঁসপিছু দু-হাত × দু-হাত জায়গা লাগবে।
- ঘরের দেওয়ালে তারের জাল বা বাঁশের জাফরি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- দেখতে হবে ঘরে যাতে বাতাস চলাচল ভালোমত করতে পারে। ঘর পূর্ব-পশ্চিম বরাবর করলে ভালো হয়।
- ঘরের দরজা রাত্রে বন্ধ করে রাখতে হবে।
- ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স রাখলে ভালো হয়(৪টি হাঁসের জন্য ১টি)।

হাঁসের খাবার

- খোলা জায়গায় পালন করলে হাঁস নিজেই নিজের খাবার যোগাড় করে নেয়। হাঁসের খাবারগুলি সাধারণতঃ ঘাস পাতা, পোকামাকড়, কেঁচো, শামুক, গুগলি ইত্যাদি।
- এই হাঁসকে খেতে দিলে তা মোটামুটি এইরকমভাবে তৈরি করে নিতে হবে
  - গম ভাঙা/ ক্ষুদ - ৩০ ভাগ
  - ধানের কুঁড়ো/ চালের ক্ষুদ -৩০ ভাগ
  - খোল** (তিল,শর্ষে,বাদাম) - ৪০ ভাগ
  - সাপ্লিভাইট এম
- হাঁস পিছু দিনে ৫০ গ্রাম খাবার লাগবে।

** শামুক ও গুগলি পাওয়া গেলে খোলের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

পানীয় জল

- জলের পাত্র সব সময় খাবার পাত্রের পাশে দিতে হবে।
- ওষুধ দিতে হলে ঘরে রাখা জলের পাত্রে মিশিয়ে দিতে হবে।

হাঁসের যত্ন (বাচ্চা হাঁস)

- তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী যত্নের প্রয়োজন।
- এই সময় ঘরের মেঝে যাতে শুকনো থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- এ সময় বাচ্চাগুলিকে বাইরে বেশী যেতে না দেওয়াই উচিত।
- রাতে ঠাণ্ডা পড়লে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখা যেতে পারে।
- খাবার সামান্য জলে ভিজিয়ে দেওয়া ভালো।তবে রাতে ভেজানো খাবার যেন কখনোই পরদিন না দেওয়া হয়।
- পাত্রের জলের গভীরতা যেন ৪-৫ আঙুলের বেশী না হয়।

ডিম পাড়া হাঁসের যত্ন

- ঘর সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ঘরে রাত্রিবেলা দু- চার ঘন্টা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
- ডিম পাড়ার বাক্সে (১ফুট / ১ফুট/ ১.৫ফুট) নরম ও শুকনো ঘাস-পাতা বা নরম বিচালি রাখতে হবে। এগুলি সপ্তাহে ২-৩ বার পাল্টে দিতে হবে।

আরও কিছু সাবধানতা (বর্ষাকালের জন্য)

- বর্ষার জল যাতে ঘরের চাল দিয়ে না ঢোকে তা দেখতে হবে।
- জলের ছাট আটকানোর জন্য প্লাস্টিক/ পলিথিন সিট ব্যবহার করা চলবে।
- বর্ষায় ঘর শুকনো রাখতেই হবে।
- ঘরের চারপাশে জঙ্গল থাকলে সাফ করে ফেলা উচিৎ।
- খাবার যেন ভিজে না থাকে।
- পানীয় জল ফিটকিরি দিয়ে শোধন করে নিলে ভালো হয়।

কৃমি দমন

- প্রতি মাসে একবার করে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।
- ওষুধ পানীয় জলে গুলে খাওয়াতে হবে।

- ৬ সপ্তাহের কম বয়সের ১০টি হাঁসের জন্য ৩ মিলি

- ৬ সপ্তাহের বেশী বয়সের ১০টি হাঁসের জন্য ৬ মিলি

হাঁসের রোগ ও টীকা দেবার সূচী

রোগঃ ডাক প্লেগ

লক্ষণ	টীকা দেবার বয়স	মাত্রা ও পদ্ধতি
• ঝিমুনি • উস্কোখুস্কো পালক • হাঁটা বা সাঁতারে অনিচ্ছা • নাক, চোখ দিয়ে জল পড়া • চোখের রঙ লালচে হওয়া • চোখ ফুলে ওঠা • চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা • খাবার খেতে না চাইলেও জল চায় • সবুজাভ হলুদ রঙের জলের মত পায়খানা করা • মাথা ফোলা, ডানা ঝুলেপড়া	• ১মবার ২ সপ্তাহ বয়সে • ২য়বার ১০ সপ্তাহ বয়সে • ৩য়বার ২৪ সপ্তাহ বয়সে • তারপর বছরে ২ বার করে	০.৫ মিলি, চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন

হাঁসের রোগ ও টীকা দেবার সূচী

রোগঃ ডাক কলেরা

লক্ষণ	টীকা দেবার বয়স	মাত্রা ও পদ্ধতি
• ঝিমুনি • উস্কোখুস্কো পালক • খাবার খেতে না চাইলেও জল খেতে চাওয়া • মুখ দিয়ে শ্লেষা ঝরে • পায়ের সন্ধি ফুলে যায় • চলাফেরা বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে	• ১মবার ২-৩ মাস বয়সে • ২য়বার ১ম টীকার১-২ মাস পরে • তারপর বছরে ২ বার করে	০.৫ মিলি, চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন

হাঁসের রোগ ও টীকা দেবার সূচী

রোগঃ ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস

লক্ষণ	টীকা দেবার বয়স	মাত্রা ও পদ্ধতি
• ৫ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দেখা যায় • ২ সপ্তাহের কম বয়সের হাঁস ১-২ ঘন্টার মধ্যে মারা যায় • খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেয় • হাঁটতে গেলে যে কোন একদিকে ঢলে পড়ে যায় • মাথা পিছনের দিকে হয়ে যায় এবং পা ছুঁড়তে থাকে	• একদিনের বাচ্চাকে টীকাকরণ • ডিম দেবার আগে মা হাঁসিকে ৩ মাস ও ৪ মাস বয়সে একবার করে মোট দুবার টীকাকরণ	০.৫ মিলি, চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন

তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনা

চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস

তথ্য সহায়তা

ডঃ নীলোৎপল ঘোষ

অধ্যাপক, পশুবিজ্ঞান বিভাগ, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়